গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন শাখা-১
www.mocat.gov.bd

☑ ওয়েব সাইটে আপলোড করুন
☐ নথিতে উপস্থাপন করুন
☐ নথিজাত করুন
11 APR 2019
আইসিটি সেল
ডাইরী নং..২২০..
সহঃ প্রোগ্রামার

নং-৩০.০০.০০০০.০১৫.২২.০০১.১৯-২০৮

তারিখঃ ২৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : "দি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অর্ডার, ১৯৭২" কে সংশোধন করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "দি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অর্ডার, ১৯৭২" কে সংশোধন করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের কপি এসাথে প্রেরন করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত খসড়াটির বিষয়ে কোন মতামত থাকলে তা আগামী ১৮.০৪.২০১৯ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। ১৮.০৪.২০১৯ তারিখের মধ্যে কোন মতামত পাওয়া না গেলে উক্ত খসড়ার বিষয় কোন মতামত নেই মর্মে গণ্য করা হবে।

সংযুক্তি: ০৬ (ছয়) পাতা।

১০/০৪/১৯

(অঞ্জনা খান মজলিশ)
উপ-সচিব
ফোন : ৯৫৬৮৪০৪
ই-মেইল :tourism1@mocat.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল),.....।
০২। চেয়ারম্যান,বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা,ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ৮৩-৮৮, মহাখালী, ঢাকা।
০৪। সিইও, বাংলাদশ ট্যুরিজম বোর্ড, ১নং মিন্টু রোড, ঢাকা।
০৫। সহকারী প্রোগ্রামার, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
০৬। সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব), সাতারা সেন্টার (১৬তলা), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।
০৭। সভাপতি, টোয়াব, ৫/৮ মুনিপুরী পাড়া, সংসদ এভিনিউ, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (পর্যটন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

"দি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অর্ডার, ১৯৭২" কে সংশোধন করে,
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত

পর্যটন-১ অধিশাখা
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আইন, ২০১৯

যেহেতু বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার, প্রসারে এবং পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২ রহিতক্রমে উক্ত বিষয়ে যুগোপযোগী আকারে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক, শিরোনাম, সংজ্ঞা

১। (১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।----এই আইন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আইন ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অভ্যন্তরীণ পর্যটক" অর্থ বিনোদন, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে ভ্রমণকারী বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে'

(খ) "করপোরেশন" অর্থ এই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশেন;

(গ) "কর্মচারী" বলিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়োগ বিধিমালার আলোকে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বুঝাইবে;

(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) "পর্ষদ" অর্থ করপোরেশন পরিচালনা পর্ষদ;

(ছ) "পরিচালক" অর্থ করপোরেশনের পরিচালক;

(জ) "পর্যটক" অর্থ যে কোন ব্যক্তি, যিনি তাহার স্বাভাবিক বাসস্থান যে দেশে অবস্থিত সেই দেশ ব্যতীত, অন্য কোন দেশে চব্বিশ ঘন্টার বেশি কিন্তু এক বছরের কম সময়ের জন্য ভ্রমণ করেন, তবে যে ব্যক্তি উপার্জন মূলক কাজের উদ্দেশ্যে কোন চাকরি, বৃত্তি বা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আগমন করেন তিনি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(ঝ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" অর্থ করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী;

(ঞ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(ট) "সদস্য" অর্থ পর্ষদের কোনো সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

করপোরেশন প্রতিষ্ঠা, কার্যালয়, কার্যাবলী:

৩। করপোরেশন প্রতিষ্ঠা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, THE BANGLADESH PARJATAN CORPORATION ORDER,1972 (PRESIDENT ORDER NO 143 OF 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত BANGLADESH PARJATAN CORPORATION (বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) করপোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতাসহ একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং আদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামালা দায়ের করা যাইবে।

৪। **করপোরেশনের কার্যালয়-** (১) করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) করপোরেশেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যে কোন স্থানে অফিস, শাখা বা এজেন্সি স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **করপোরেশনের কার্যাবলী-** (১) করপোরেশন পর্যটনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত বিধানাবলীর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, করপোরেশনের বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা-

(ক) পর্যটন উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ এবং পর্যটন স্থাপনা ও সার্ভিসের উন্নয়ন;

(খ) বিদেশে পর্যটকদের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলিয়া ধরা;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অভ্যর্থনা (reception) ও তথ্য সরবরাহ সুবিধাদি সুসংগঠিতকরণ;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ পর্যটনে উৎসাহ প্রদান ও উহার উন্নতি সাধন;

(ঙ) করপোরেশনের কার্যাবলীর সহিত সম্পৃক্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেকোন সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান করিবার, অথবা সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, উক্তরূপ সংগঠনের সহযোগী হওয়া;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, বিদেশের সহিত পর্যটন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন;
(ছ) পর্যটন সংক্রান্ত নানামুখী গবেষণা পরিচালনা;
(জ) পর্যটন সংক্রান্ত সাহিত্য প্রকাশনা;
(ঝ)পর্যটকদের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, নৃত্যশালা, ওয়াটার স্কিইং সুবিধা ও পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র অধিগ্রহণ, প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান এবং পরিচালনা;
(ঞ) ট্রাভেল এজেন্সি গঠন এবং/বা দলবদ্ধ ভ্রমণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে, শিপিং কোম্পানী, এয়ারলাইন, জলপথ ও সড়ক পরিবহনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করা;
(ট) পর্যটন উন্নয়নের জন্য কার্যব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংরক্ষিত ভূমি ও পাখি প্রজনন এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ;
(ঠ) পর্যটন বা উহার সহায়ক কাজে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ড) স্থাবর বা অস্থাবর যেকোন সম্পত্তি অর্জন, অধিকারে রাখা ও হস্তান্তর;
(ঢ) নিজস্ব অর্থ এবং তহবিলসমূহ বিনিয়োগ করা এবং যখন যেরূপ আবশ্যক ও উপযুক্ত মনে হইবে তখন সেইরূপে বিনিয়োগের পরিবর্তন;
(ণ) উপর্যুক্ত উপ-দফাসমূহে বর্ণিত বিষয়ের যে কোনটির সহিত যুক্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য;
(ত) করপোরেশন, নির্দিষ্ট কোন এলাকায় পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
(থ) নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

তৃতীয় অধ্যায়

করপোরেশনের মূলধন, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৬। **করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন-** (১) করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে [ন্যূনতম ২০০ কোটি টাকা] যাহা করপোরেশনের চাহিদা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হইবে।

(২) প্রাথমিক অংশীদারি মূলধন হইবে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা যাহা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হইবে।

(৩) দফা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করপোরেশন, উহার সকল বা যেকোন কার্য সম্পাদনের জন্য, ঋণ বা মঞ্জুরী অথবা সরকার যেরূপ অনুমোদন করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে পৃথক মূলধন গঠন করিতে পারিবে।

৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা-** (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, করপোরেশনের সাধারণ দিক-নির্দেশনা, প্রশাসনিক বিষয়াদি এবং ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকিবে, যাহা করপোরেশন যে সকল কার্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে সেই সকল কার্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(২) পর্ষদ, সাধারণভাবে জনস্বার্থের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি রাখিয়া, বাণিজ্যিক বিবেচনায় উহার কর্মকান্ড পরিচালনা করিবে, এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিগত প্রশ্নে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদ পরিচালনা ও প্রশাসন, পর্ষদ সদস্যদের অযোগ্যতা ও অপসারণ

৮। **পরিচালনা পর্ষদ-**

(১) করপোরেশনের একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে, যথা-

(ক) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে পর্ষদের চেয়ারম্যান হইবেন;
(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সদস্য;
(গ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সদস্য;
(ঘ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পর্যটন) সদস্য;
(ঙ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য;
(চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার দুইজন কর্মকর্তা সদস্য;
(ছ) বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ০২(দুই) জন পরিচালক;
(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পর্যটন শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িত দুটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

৯। পর্ষদের পরিচালনা ও প্রশাসন- (১)পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ শর্তাবলীর অধীন এবং সময়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বছরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সদস্য তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে পর্ষদের চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন; অথবা সরকার যে কোন সময় তাহাকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পর্ষদের সদস্যদের অযোগ্যতা ও অপসারণ- কোন ব্যক্তি পর্ষদের সদস্য হইতে, বা পর্ষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি-

(ক) আদালত কর্তৃক কোন সময় দেউলিয়া ঘোষিত হন বা হইয়াছেন;
(খ) উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত হন;
(গ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন বা দন্ডিত হইয়া থাকেন;
(ঘ) অপ্রাপ্তবয়স্ক হন; বা
(ঙ) সদস্য হইয়া থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক এবং চেয়ারম্যান হইয়া থাকিলে সরকার কর্তৃক ছুটি মঞ্জুরি ব্যতিরেকে, ধারাবাহিকভাবে তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিচালনা পর্ষদের সভা, পর্ষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা

১১। পরিচালনা পর্ষদের সভা- (১) নির্ধারিত স্থান ও সময়ে পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান পর্ষদের সভা আহ্বান করিবেন।

(২) পর্ষদের সভার কোরাম গঠনের জন্য চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক হইবে।

(৩) পর্ষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) কোন কারণে, যদি চেয়ারম্যান পর্ষদের কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে অপরাগ হন, তাহা হইলে চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) করপোরেশন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

১২। পর্ষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা- পরিচালনা পর্ষদ, করপোরেশনের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ক্ষমতা চেয়ারম্যানকে অর্পণ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিসাব পরিচালনা, বিনিয়োগ, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৩। হিসাব পরিচালনা- করপোরেশন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে হিসাব খুলিতে, ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৪। বিনিয়োগ- করপোরেশন নির্ধারিত সরকারি সিকিউরিটিতে বা পদ্ধতিতে উহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা- (১) করপোরেশন যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ নির্দেশনা ও পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং স্থিতিপত্রসহ বাৎসরিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
(২) সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যূন দুইজন নিরীক্ষক করপোরেশনের বার্ষিক হিসাব-নিরীক্ষা করিবেন যাহারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ)-এ সজ্ঞায়িত অর্থে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।
(৩) দফা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে পরীক্ষার জন্য করপোরেশনের বাৎসরিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বহি ও ভাউচারের কপি প্রদান করা হইবে এবং প্রত্যেক নিরীক্ষক, যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে, করপোরেশনের ব্যাংক হিসাব ও অন্যান্য হিসাব দেখিতে পারিবেন এবং হিসাবের সহিত জড়িত করপোরেশনের যে কোন পরিচালক ও কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।
(৪) নিরীক্ষকগণ বার্ষিক স্থিতিপত্র, হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।
(৫) সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যাপ্ত কিনা বা করপোরেশনের বিষয়াদি নিরীক্ষার জন্য উহাদের পদ্ধতি সন্তোষজনক কিনা এতদুদ্দেশ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকার যে কোন সময় নিরীক্ষকদ্বয়কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সরকার উহার স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি বৃদ্ধি করিতে বা নিরীক্ষার ভিন্ন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বা নিরীক্ষকগণকে বা অন্য যেকোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষা করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

১৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন**- (১) সরকার, সময়ে সময়ে, করপোরেশনের নিকট হইতে যেরূপ রিটার্ন, প্রতিবেদন এবং বিবরণী তলব করিবে, করপোরেশন সরকারের নিকট সেইরূপ রিটার্ন, প্রতিবেদন ও বিবরণী পেশ করিবে।

(২) করপোরেশন প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে, যত শীঘ্র সম্ভব অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং উক্ত আর্থিক বৎসরের বার্ষিক কর্মপ্রতিবেদন ও পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৩) দফা (২) অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক বিবরণী সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংসদে পেশ করিতে হইবে।

(৪) **করপোরেশনের তহবিল।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন তহবিল" নামে করপোরেশন একটি তহবিল থাকিবে।

(১) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও ভর্তুকি;
গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশি বা বিদেশি যে কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য বা অনুদান;
ঘ) সরকারের কর্তৃত্বাধীন প্রচলিত বন্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশি বা বিদেশি যে কোনো উৎস হইতে করপোরেশন কর্তৃক সংগৃহীত ঋণ;
চ) করপোরেশন কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
ছ) করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে অর্জিত সকল সুদ;
জ) করপোরেশন কর্তৃক আদায়যোগ্য সকল ফি বা চার্জ; এবং
ঝ) করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত বা অর্জিত অন্যান্য অর্থ।

২) তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে করপোরেশনের নামে জমা থাকিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৩) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করপোরেশন, তাৎক্ষণিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজন হইবে না তহবিলের এইরূপ কোনো অর্থ Trusts Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর section 20 তে বর্ণিত যে কোনো সিকিউরিটিজ অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানতরূপে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং অনুদান প্রদান করিতে পারিবে;

৪) এই আইনের অধীন করপোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদন এবং চেয়ারম্যান, পরিচালক ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ হইবে।

ব্যাখা ।- এই ধারায় উল্লিখিত "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972 এর Article (2)(i) তে

১৭। **বাজেট**- করপোরেশন প্রত্যেক বৎসর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত তারিখে এবং নির্ধারিত ছকে, প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত আর্থিক বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে উহার বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

১৮। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**- করপোরেশন, সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা বা জারিকৃত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শক, কর্মচারী, এবং উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

কতিপয় কার্যাবলী ও অধিকার স্থানান্তর ইত্যাদি

১৯। কতিপয় কার্যাবলী ও অধিকার স্থানান্তর ইত্যাদি-

আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইন বা স্মারক বা সংঘবিধি, চুক্তি বা অন্যান্য দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বাংলাদেশে পাকিস্তান পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশন লিমিটেড (অত:পর উক্ত কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত) এর সকল সম্পদ করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইবে।

ব্যাখ্যা। "সম্পদ" অভিব্যক্তি অর্থে সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রাধিকার, এবং জমি, ইমারত, নগদ অর্থ, ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল ও বিনিয়োগসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বা এই সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা হইতে উদ্ভূত সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং এতৎসম্পর্কিত সকল প্রকার দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না থাকিলে, বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানীর উপর প্রযুক্ত সকল ঋণ ও দায়-দেনা, গৃহীত বাধ্যবাধকতা, এবং উক্ত কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও এগ্রিমেন্ট করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং উহার উপর প্রযুক্ত বা তৎকর্তৃক গৃহীত বা সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(গ) সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে এই আইনে প্রবর্তনের পূর্বে, বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা অন্য আইনগত কার্যক্রম করপোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী বহাল থাকিতে বা পরিচালিত হইতে পারিবে;

(ঘ) উক্ত কোম্পানির বাংলাদেশস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর অধীন করপোরেশন স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপভাবে স্থানান্তরিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছা করিলে করপোরেশনের চাকরি ত্যাগ করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

২০। পাওনা অর্থ আদায় ।- এই আইন অথবা এই আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পাদিত কোনো চুক্তির অধীনে কোনো ব্যক্তির নিকট করপোরেশন কোনো অর্থ পাওনা থাকিলে উহা সরকারি দাবি হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No.III of 1913) এর বিধান ও দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুসারে আদায়যোগ্য/ বিচারযোগ্য হইবে।

দশম অধ্যায়

সম্পূরক বিধানবলি

২১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২২। আইনের প্রাধান্য। আপাতত: বলবৎ পর্যটন সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

২৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।-(১) The Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 (President's Order no.143 of 1972) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা-(১)এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Order এর অধীন-

(ক) কৃত কোন কাজ-কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সূচিত কোন কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) প্রতিষ্ঠিত করপোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সূচিত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(গ) প্রতিষ্ঠিত করপোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;